দৈনিক ইত্তেফাক

03 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...৬.....

চিহ্নিত ছাত্রীসহ কয়েকজনের মোবাইলের টেপ পরীক্ষা হতে পারে ● নজরদারিও চলছে

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার নেপথ্য নায়কদের সন্ধানে গোয়েন্দা সংস্থা মাঠে নেমেছে ☐ তদন্ত কমিশনে পুলিশের প্রতিবেদন দাখিল

তৌহিদুল ইসলাম ॥ ২৩ জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হামলা ও সাধারণ ছাত্রীদের উপর নির্যাতনের ঘটনার প্রকৃত কারণ ও সেই রাতে আসলেই কি ঘটেছিল তা উদ্‌ঘাটন করতে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা তৎপর হয়ে উঠেছে। কার অথবা কাদের ইন্ধনে ছাত্রীরা শামসুন্নাহার হলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, মাইক ভাড়া করে এনে শ্লোগান দেয়া হয়, ছাত্রীদের হল তল্লাশির সময় পুলিশের কোন কোন সদস্য মেয়েদের সাথে অশালীন

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার নেপথ্য নায়কদের সন্ধানে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আচরণ করেছে এবং স্যাবোটাজের নেপথ্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে গোয়েন্দা সংস্থা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রী নিবাসে হামলার পরবর্তীতে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট ভয়ংকর পরিস্থিতির পিছনেও কোন সংস্থা বা ব্যক্তির হাত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিচারপতি মোঃ তোফাজ্জল ইসলামের অধীনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন এবং এডিশনাল আইজি (এ্যাডমিন) মাসুদুল হকের অধীনে পুলিশের বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাজও যথাযথভাবে চলছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ইতোমধ্যেই শামসুন্নাহার হলে ছাত্রী ও পুলিশ সদস্যদের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছেন। পুলিশের তদন্ত কমিটিও সেই রাতে দায়িত্বরত পুলিশ অফিসারদের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে।

এদিকে, গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, সেই রাতে শামসুন্নাহার হলে অবস্থানরত এবং বিবদমান উভয় পক্ষের কয়েকজন চিহ্নিত ছাত্রী ও হল শাখার নেত্রীর মোবাইল ফোনের টেপ পরীক্ষা করা হতে পারে। কেননা, আলোচিত ২৩৫ নম্বর কক্ষের ভিতরে ও বাইরে, অবস্থানকারী ছাত্রীদের তখন ঘন ঘন মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখা গেছে। তাদের কথোপকথনে মনে হয়েছে মোবাইলের অপর প্রান্তের ব্যক্তির নির্দেশেই তারা এ্যাক্ট করছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজনের উপরে নজরদারি করা হচ্ছে।

শামসুন্নাহার হলে সেই রাতে পুলিশী অভিযানে অংশগ্রহণকারী পুলিশ অফিসাররা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কাছে তাদের লিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন। স্মারক নং ডিসি (দঃ)/৯১৫৯(১১), তারিখ ১-৮-২০০২ ইং-এর প্রেক্ষিতে এক অফিসারের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে এই খবর পেয়ে রাত সোয়া ৯টায় এসি পেট্রোল (দক্ষিণ) আবুল বাশার তালুকদার, সার্জেন্ট আনোয়ার ও ওসি রমনা লুৎফর রহমানসহ কয়েকজন অফিসার হলের গেটে সমবেত হন। ভেতর থেকে মাইকে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য ও হৈ চৈ-এর শব্দ ভেসে এলে মহিলা পুলিশ তলব করা হয়। প্রক্টর নজরুল ইসলাম ছাত্রীদের নিজরুমে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তারা প্রক্টরের নির্দেশ না মেনে তার উপর ক্ষেপে ওঠে। উপস্থিত সহকারী প্রক্টর মিসেস ফাতেমা বেগম, ডঃ আব্দুস সবুর মোল্লা, ডঃ নাজমুল আহসান খলিমুল্লাহ ও মোঃ শফিউল্লাও পুলিশের সহযোগিতা কামনা করেন। তখন হলের ভেতর থেকে ছাত্রীরা মোবাইলে প্রক্টরদের ফোন করে জানায়, উচ্ছৃংখল ছাত্রীরা হলের আসবাবপত্র ভাঙচুর, মালামাল লুটপাট ও কিছু ছাত্রীকে মারধর করে ২৩৫ নম্বর কক্ষে আটকে রেখেছে। এরপর ডিসি (দক্ষিণ) এম আকবর আলীর নির্দেশে এডিসি (দক্ষিণ) আব্দুর রহিম ও এসি রমনা মোর্শেদুল হাসান হলে আসেন। এসআই রোকেয়া বেগমের নেতৃত্বে ২০ জন মহিলা পুলিশ আসে। রাত সাড়ে ১১টায় ভেতরে গণ্ডগোল আরও বাড়লে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে এবং উপস্থিত প্রক্টরদের অনুরোধে এসআই রোকেয়া বেগমের নেতৃত্বে মহিলা পুলিশ হলের ভেতরে ঢুকে। তাদের সাথে ওসি রমনা লুৎফর, ইমারজেন্সী অফিসার এসআই আব্দুস সাত্তার, পিআই রমনা আব্দুল হামিদ অংশগ্রহণ করেন। তারা ২৩৫ নম্বর কক্ষে গেলে ছাত্রীরা তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। দীর্ঘক্ষণ পর সার্জেন্ট আনোয়ার এসি রমনা মোর্শেদ প্রক্টর ও ২ জন হাউস টিউটরের সহায়তায় অবরুদ্ধ পুলিশ ও ছাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। এরই মধ্যে মহিলা পুলিশ দিয়ে হলের ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে উচ্ছৃংখলতার অভিযোগে ১৮ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। ২৩৫ নম্বর কক্ষে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ এনে জান্নাতুল কানন নামে এক ছাত্রী বাদী হয়ে রমনা থানায় একটি মামলা (নম্বর-১০১, তারিখ ২৩-৭-২০০২, ধারা ১৪৭, ১৪৯, ৩২৩, ৩২৫, ৩০৭, ৩৭৫, ৫০৬, ৪২৭ দণ্ডবিধি) দায়ের করা হয়।

জানা গেছে, পুলিশ দায়েরকৃত এই মামলাটির তদন্ত কার্যক্রমও শুরু করেছে। পুলিশ অফিসাররা তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ও পুলিশের বিভাগীয় তদন্ত কমিটিতে যেসব প্রতিবেদন জমা দিয়েছে সেগুলোও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও পৃথক পৃথকভাবে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছে।